32487 - তারা হিন্দু পদ্ধতিতে বিয়ে করতে চায়

প্রশ্ন

আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন সে সকল মুমিনদের হেদায়েত করেন যারা কাফেরদের অনুকরণ করে। আমার বোনের বিবাহ নিকটবর্তী। আমার বোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বিয়ের আগে 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান করবেন। 'গায়ে হলুদ' হচ্ছে—এমন একটি অনুষ্ঠান যাতে কনে একটি চেয়ারে বসা থাকে, তার নিকটে ফলমূল ও খাবারদাবার রাখা হয়, অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষ উপস্থিত হয়ে তারা তাকে সেসব ফলমূল খাওয়ায় এবং মাথাতে হলুদ লাগিয়ে দেয়। এটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি প্রথা। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানেরা তাদেরকে অনুকরণ করছে।

আমার পিতামাতা এ অনুষ্ঠান করতে সম্মত, আমার বোনেও সম্মত। আমি আশা করব, আপনারা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবেন তিনি যেন, মুসলমানদেরকে হেদায়েত করেন যাতে করে তারা উপর্যুপরি গুনাহর কাজে লিপ্ত না হয় এবং তিনি যেন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

প্রশ্ন থেকে পরিষ্কার যে, এ অনুষ্ঠানে দুইটি গুনাহর কাজ সংঘটিত হয়। একটি হচ্ছে—কাফের হিন্দুদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ। কোন মুসলমানের জন্য কাফেরদের সাথে তাদের খাস খাস বিষয়ে সাদৃশ্যতা গ্রহণ করা বৈধ নয়; যেমন—পোশাক-পরিচ্ছেদ, আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতা নিষিদ্ধ করার গূঢ় রহস্য হল—যাতে করে এটি সাদৃশ্য-গ্রহণকারীর অভ্যন্তরে কোন রূপ প্রভাব তৈরী করতে না পারে। কেননা যে ব্যক্তি বহির্জিগৎ-এ কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে এটা তার অভ্যন্তরীণ-জগতকে প্রভাবিত করে। এক পর্যায়ে সে নিজেকে ঐ সম্প্রদায়ভূক্ত মনে করতে শুরু করে। তাছাড়া যাতে করে, কে মুসলিম আর কে কাফের সেটো পার্থক্য করা যায়; যেন কোন মুসলিমের মর্যাদাহানি করা না হয় এবং কোন কাফেরকে মর্যাদা দেয়া না

হয়।

এ ধরণরে প্রসঙ্গে শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলনে: "যারা কোমরে যুন্নার (এটি অমুসলমিদরে জন্য খাস বশিষে বল্টে) পরনে তাদরে অবস্থা বর্ণনা করতে গয়িে তনি বিলনে: নবী সাল্লাল্লাহু বলছেনে, "যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়রে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদরে দলভুক্ত"। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে: এ হাদসিরে সর্বনম্নি অবস্থা হচ্ছে—এটি হারাম হওয়া; যদওি বাহ্যতঃ হাদসিটরি দাবী হচ্ছে—তাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী কাফরে হওয়া।

সুতরাং, শুধু মাকরুহরে মধ্যে সীমতি রাখা সঙ্গত নয়। কনেনা আমরা বলি: হারাম হওয়ার কারণ হল—খ্রস্টিানদরে যুন্নার (বল্টে) এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া। এর দাবী হচ্ছে—এটি হারাম হওয়া; যহেতেু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি কোনে সম্প্রদায়রে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদরে দলভুক্ত"। এর অর্থ এ নয় য,ে সে কাফরে। কনেনা সে পোশাক-বশেভূষাতে তাদরে দলভুক্ত। এ কারণে আপনি বিশেভূষায় খ্রস্টিানরে সাথে সাদৃশ্যগ্রহণকারী ব্যক্তি ও খ্রস্টিানরে মাঝে পার্থক্য করতে পারবনে না। বাহ্যতঃ সে খ্রস্টিানদরে-ই দলভুক্ত।

আলমেগণ আরও একটি বিষয় উল্লখে করছেনে তারা বলছেনে: বাহ্যকি ক্ষত্রেে তাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা অভ্যন্তরীণ ক্ষত্রেওে সাদৃশ্যতা গ্রহণকে টনেে আন।ে এভাবে সে ব্যক্তি দ্বীনহারা হয়...।

সঠকি অভমিত হচ্ছে—এটি পরা হারাম।"

[আল-শারহুল মুমতি (২/১৯২-১৯৩)]

কাফরেদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণরে বস্তিারতি হুকুম ও নীতমিালা 21694 নং প্রশ্নোত্তরে পাবনে।

দুই:

প্রশ্নে উল্লখেতি অনুষ্ঠানে দ্বতিীয় গুনাহর কাজটি হচ্ছে—সাজগোজ করা কনরে সাথে পুরুষরো দখো করা এবং সে অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষরে মশ্রিণ; উভয়টি হারাম।

উকবা বনি আমরে (রাঃ) বর্ণনা করনে য,ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "তোমরা নারীদরে কাছে প্রবশে করা থকেে বেঁচে থাকব।ে এক আনসারী ব্যক্তি বললনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! الحمو (দবের ও অন্যান্য)এর ব্যাপারে আপনার অভমিত কী? তনি বিললনে: الحمو হচ্ছে—মৃত্যু ।"[সহহি বুখারী (৪৯৩৪) ও সহহি মুসলমি(২১৭৩)]

ইমাম নববী বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "الحمو (দেবর) হচ্ছে—মৃত্যু" এর অর্থ অন্যের তুলনায় তার কাছ থেকে ভয় বেশি। তার কাছ থেকে ক্ষতি হতে পারে। তার মাধ্যমে বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা অধিক। যেহেতু কোন বাধা ছাড়া নারীর কাছে পৌঁছা ও নির্জনে অবস্থান করা তার পক্ষে সম্ভব; অন্য বাইরের লোকের পক্ষে যা সম্ভবপর নয়। হাদিসে "الحمو (আল-হামু)" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে—স্বামীর পিতাগণ ও সন্তানগণ ব্যতীত অন্য আত্মীয়-স্বজন। যেহেতু স্বামীর পিতাগণ ও সন্তানগণ স্ত্রীর মাহরাম; তাদের সাথে নির্জন অবস্থান করা জায়েয। তাদেরকে মৃত্যু হিসেবে উল্লেখ করা হয় না। বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে—স্বামীর ভাই, ভাই এর ছেলে, স্বামীর চাচা, চাচার ছেলে প্রমুখ যারা মাহরাম নন এবং স্বভাবত মানুষ এসব ক্ষেত্রে শিথিলতা করে এবং ভাবীর সাথে নির্জনে অবস্থান করে। এটাই হচ্ছে—মৃত্যু। বাইরের একজন লোকের চেয়ে তার সাথে দেখো-সাক্ষাত নিষিদ্ধ হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত; যে দলিলগুলো আমরা উল্লেখ করেছি সে কারণে। আমি যা উল্লেখ করেছি এটাই হাদিসের সঠিক অর্থ।[শারহু মুসলিম (১৪/১৫৩)]

আপনি নারী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণের ব্যাপারে 1200 নং প্রশ্নোত্তরে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

আমরা আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন আপনার পরিবারকে এবং সকল মুসলমানকে গুনাহর কাজ পরিত্যাগ করার ও গুনাহকে অপছন্দ করার তাওফিক দেন এবং যাতে রয়েছে কল্যাণ, সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত সেটা গ্রহণ করার হেদায়েত দেন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।